বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন, ১৯৫৭ (১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন)-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন,১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন(সংশোধন) আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২)ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন,১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (গগ) **"কুটির শিল্প"**অর্থ প্রধানতঃ পরিবারের সদস্যগণের সহায়তায়, সার্বক্ষণিক বা খন্ডকালীন পেশা হিসাবে, পরিচালিত কোন শিল্প যাহার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত পরিমাণের অধিক হইবে না, তবে কারখানা আইন,১৯৬৫ (১৯৬৫ সনের ৪ নং আইন)এর অধীন কোন কারখানা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না; এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা গগ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা -

(গগ) "কুটির শিল্প"অর্থ প্রধানত: পরিবারের সদস্যগণের সহায়তায় সার্বক্ষণিক বা খন্ডকালীন পেশা হিসাবে পরিচালিত কোন শিল্প যাহার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ সরকার কর্তৃক **ঘোষিত শিল্পনীতির আলোকে** বা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হইবে ।

(ছ)"ক্ষুদ্র শিল্প"অর্থ কারখানা আইন,১৯৬৫ এর ধারা ২ এর দফা (চ) এ উল্লিখিত শিল্প ইউনিট এবং জমির মূল্য ব্যতিরেকে নির্ধারিত সম্পত্তির মোট বিনিয়োগ যাহা সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,নির্ধারিত পরিমাণের অধিক হইবে না,এবং উক্ত প্রজ্ঞাপন ভূতাপেক্ষ কার্যকর করা যাইবে; এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(ছ)"ক্ষুদ্র শিল্প" অর্থ যাহার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্পনীতির আলোকে বা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইনের ধারা ২ এ নূতন দফা ১(ছ), ২(ছ) এর সন্নিবেশ।- উক্ত আইনের দফা (ছ)এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন দফা যথাক্রমে ১(ছ),২(ছ) সন্নিবেশ হইবে, যথা-

"১(ছ)**মাইক্রো শিল্প** অর্থ যাহার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ সরকার কর্তৃক, ঘোষিত শিল্পনীতির আলোকে বা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"।

"২(ছ) মাঝারী শিল্প অর্থ যাহার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ সরকার কর্তৃক,ঘোষিত শিল্পনীতির আলোকে বা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"।

৪। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন ।-উক্ত আইনের ধারা ২এর দফা (ঝ) **"সহযোগী করপোরেশন"** অর্থ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের কার্যক্রম বৃদ্ধিকল্পে উহার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কোন করপোরেশন, তবে নির্দিষ্ট এলাকা বা এলাকাসমূহে অথবা এক বা একাধিক নির্দিষ্ট শিল্প লইয়া ইহার কার্যক্রম পরিচালিত হইবে। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা-

(ঝ) সহযোগী প্রতিষ্ঠান অর্থ ক্ষুদ্র, মাঝারী, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের কার্যক্রম বৃদ্ধিকল্পে নীতিমালার আলোকে প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীকে বুঝাইবে।

৫। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৪ এর সংশোধন ।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৪ এর উপধারা(১) শেয়ার মূলধন এবং শেয়ারহোল্ডার।- (১) করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন প্রথম পর্যায়ে এক কোটি টাকা হইবে, যাহা প্রতিটি একশত টাকা মূল্যের এক লক্ষ টাকা পরিশোধিত শেয়ারে বিভক্ত হইবে ক্ষমতা থাকিবে,এবং করপোরেশন,সময়ে সময়ে,সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে,এইরূপ শেয়ার ইস্যু ও বরাদ্দ করিতে পারিবে।

(১) উল্লিখিত উপধারা বিলুপ্ত হইবে।

(২) করপোরেশন, সময়ে সময়ে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) উল্লিখিত উপধারা বিলুপ্ত হইবে।

(৩)সরকার করপোরেশনের শেয়ারহোল্ডার হইবে এবং করপোরেশন কর্তৃক যে কোন সময়ে ইস্যুকৃত শেয়ারের অন্যূন একান্ন ভাগ ধারণ করিবে;

অবশিষ্ট শেয়ার জনসাধারণের ক্রয়ের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

(৩) উক্ত উপধারা বিলুপ্ত হইবে।

৬। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইনের নুতন ধারা ৪ (ক) সন্নিবেশ।- উক্ত আইনের ধারা ৪(৩) এর পর নিম্নরূপ উপধারা **৪(ক) সন্নিবেশিত হইবে,যথা:-**

"৪(ক) করপোরেশনের পরিচালনা আয় ও ব্যয়ের উৎস: করপোরেশনের সেবার মাধ্যমে **অর্জিত আয় ও ব্যয়ের এবং** সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে করপোরেশন পরিচালিত হইবে।"।

৭। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৫ এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৫ উপধারা (১) **সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা।-(১)** করপোরেশনের শেয়ারের উপর প্রদত্ত চাঁদা এবং উহার বাৎসরিক লভ্যাংশের ন্যূনতম পরিমাণ সম্পর্কে সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা হইবে। করপোরেশনের যে কোন শেয়ার ইস্যুর পূর্বে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকার প্রতিটি শেয়ারের উপর প্রদেয় লভ্যাংশের ন্যুনতম হার নির্ধারণ করিবে এবং করপোরেশন বাৎসরিক ও নিয়মিতভাবে শেয়ারহোল্ডারগণকে লভ্যাংশ প্রদান করিবে যাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারের কম হইবে না।

যদি কোন সময় করপোরেশন বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে শেয়ারহোল্ডারগণকে প্রতিটি শেয়ারের পরিশোধিত ন্যূনতম ক্রয়মূল্য (Subscribed) পরিশোধ করিতে হইবে।

(১) উল্লিখিত উপধারা বিলুপ্ত হইবে।

৮। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৫এর সংশোধন ।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৫ উপধারা-২ এর সংশোধন। - উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপধারা ২ ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, করপোরেশনের শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার ''অনুমোদিত জামানত '' বলিয়া গণ্য হইবে। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(২)ক্ষুদ্র, মাঝারী ও মাইক্রো শিল্পের বিকাশে করপোরেশন কোম্পানী/ট্রাস্ট গঠন করিতে পারিবে এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান কোম্পানী / ট্রাস্টের মূলধন/শেয়ার জনসাধারনের মধ্যে বিতরণ করিতে পারিবে।

৯। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৬ এর সংশোধন ।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৬ এর উপধারা (২) সংশোধন ।- (২) পরিচালনা বোর্ড বাণিজ্যিক বিবেচনায় উহার কার্যাবলী সম্পাদন করিবে এবং নীতির প্রশ্নে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হইবে, নীতির প্রশ্ন কি না তদবিষয়ে উহার সিদ্ধামত্ম চূড়ামত্ম হইবে। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(২) পরিচালনা বোর্ড ক্ষুদ্র,মাঝারী,**মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে সেবা মূলক রেগুলেটরি** ও বাণিজ্যিক বিবেচনায় উহার কার্যাবলী সম্পাদন করিবে এবং নীতির প্রশ্নে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হইবে।

১০। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৭ এর সংশোধন ।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭ (১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৭ এর সংশোধন ।- উক্ত আইনের ধারা ৭ এর উপধারা **১ বোর্ড গঠন** ।- (১) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সাত জন সদস্যের সমন্বয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(১) **বোর্ড গঠন** ।- (১) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সাত জন সদস্যের সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হইবে। **উক্ত পরিচালনা পর্ষদে করপোরেশনের ন্যূনতম ২ জন কর্মকর্তা মহাব্যবস্থাপকগণের মধ্য হইতে নিয়োগ/পদোন্নতির মাধ্যমে নিযুক্ত হইবেন।**

১১। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৮ এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৮ এর দফা (ঘ) ধারা ১১ এর বিধান সাপেক্ষ, তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এক বা একাধিক মেয়াদে পুন:নিয়োগের যোগ্য হইবে ; এবং এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(গ) পরিচালকগণ **সরকারের সমত্মষ্টি সাপেক্ষ বহাল থাকিবেন।**

১২। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৯ এর সংশোধন ।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭ (১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৯ এর উপধারা (২) পরিচালক হিসাবে পদে বহাল থাকা সাপেক্ষ, চেয়ারম্যান তিন বৎসর মেয়াদে পদে বহাল থাকিবেন এবং পূর্বোক্ত শর্তাধীন, তাহার উত্তরসূরী নিয়োগপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং পূর্বোক্ত শর্তাদি, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এক বা একাধিক মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগেরযোগ্য হইবেন এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে,যথা:-

(২)চেয়ারম্যান ও পরিচালকগণ সরকারের সন্তুষ্টি সাপেক্ষ নিজপদে বহাল থাকিবেন।

১৩। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ১১ এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭ (১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা (১১) উপধারা (২) সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, চেয়ারম্যান অথবা **একজন** পরিচালককে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি- এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(২) সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, চেয়ারম্যান অথবা পরিচালককে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি-

১৪। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ১৩ এর সংশোধন ।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা-১৩ এর উপধারা (১)**কর্মকর্তা নিয়োগ, ইত্যাদি ।-** (১) কর্পোরেশন উহার কর্মকান্ড দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য, বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষ, পরামর্শক এবং উপদেষ্টাসহ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ বা নিযুক্ত করিতে পারিবেএর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

১৩। কর্মকর্তা নিয়োগ,ইত্যাদি।- (১)কর্পোরেশন উহার কর্মকান্ড দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য, বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, পরামর্শক ,উপদেষ্টা এবং **মামলা পরিচালনা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনগত মতামত প্রদানের জন্য আইন উপদেষ্টা, প্যানেলভুক্ত আইনজীবীসহ,**প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ বা নিযুক্ত করিতে পারিবে।

১৫। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ১৯ এর সংশোধন ।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা-১৯ **কার্যালয় ।-** করপোরেশন উহার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় স্থাপন করিবে, এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

১৯। কার্যালয়।- করপোরেশন উহার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় স্থাপন করিবে **এবং বিভাগীয় শহর,জেলা শহরসহ প্রয়োজনে দেশব্যাপী কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।**

১৬। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ২২ এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭ (১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২২ এর উপধারা (১)**ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।-(১)**করপোরেশন,সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে,উহার চলতি মূলধন(working capital) সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুদের হারে বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যু করিতে পারিবে এবং বিক্রয় করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ইস্যুকৃত বন্ড এবং ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বকেয়া এবং জামানত ও অবলিখন চুক্তির ক্ষেত্রে করপোরেশনের অনাদায়ী এবং সম্ভাব্য দায়ের পরিমাণ কখনও পঁচিশ কোটি টাকা অথবা সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত পরিমাণের অধিক হইবে না এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

২২। ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।- (১) করপোরেশন,সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার চলতি মূলধন (working capital) সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুদের হারে ঋণ ও **অনুদান গ্রহন করিতে পারিবে এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানী/ট্রাস্টের মধ্যে ঋণ প্রদান করিতে পারিবে।**

(২) কর্পোরেশনের বন্ড ও ডিবেঞ্চারের (bond & deventure) আসল এবং সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে, বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যুর সময় সরকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইয়াছিল সেইরূপ হারে সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা হইবে। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(২)**কর্পোরেশন কর্তৃক সরকারের নিকট হইতে গ্রহণকৃত ঋণ(working capital)এবং করপোরেশন কর্তৃক সহযোগী প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানী/ট্রাস্টের মধ্যে বিতরণকৃত ঋণ যথাক্রমে পরিশোধ ও আদায়ের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে।**

১৭। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ২৩ এর সংশোধন ।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা-২৩ **জমা।-** করপোরেশন, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শর্তে এবং পরিমাণে জমা গ্রহণ করিতে পারিবে। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

২৩। নগদ জমা।- করপোরেশন, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শর্তে এবং পরিমাণে **নগদ** জমা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৮। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ২৪ এর সংশোধন ।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭ (১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা-২৪ এর উপধারা (১) **করপোরেশনের কার্যাবলী ।-** (১) করপোরেশন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্পর্কিত সরকারের শিল্পনীতি বাসত্মবায়ন করিবে এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ সহায়তা প্রদানে

২৪। করপোরেশনের কার্যাবলী।- (১) (ধারা ২৪ এর উপধারা (১) এবং (২) এর দফাসমূহ)করপোরেশন ক্ষুদ্র, **মাঝারী, মাইক্রো** এবং কুটির শিল্প সম্পর্কিত সরকারের শিল্পনীতি বাসত্মবায়ন করিবে এবং ক্ষুদ্র, **মাঝারী ,মাইক্রো** ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে

যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ সহায়তা প্রদানে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং করপোরেশন প্রয়োজনীয় মনোটাইপ শিল্পাঞ্চালয়সহ বিভিন্ন ধরণের শিল্প নগরী স্থাপন করিতে পারিবে।

(ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে ঋণ প্রদান করিবে ; এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(ক) ক্ষুদ্র, **মাঝারী,মাইক্রো** ও কুটির শিল্পের **অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে** ঋণ প্রদান করিতে পারিবে।

(খ) **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে সহযোগী করপোরেশন এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং সমবায় ব্যাংক ও সমিতি সমূহকে ঋণ প্রদান করিবে। তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ক) এবং (খ) এর অধীন প্রদত্ত ঋণ বা জামানত অনুর্ধব কুড়ি বৎসরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য হইবে; এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-**

(খ) ক্ষুদ্র, **মাঝারী, মাইক্রো** ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং সমবায় ব্যাংক ও সমিতিসমূহকে ঋণ প্রদান করিবে; তবে শর্ত থাকে যে, দফা(ক) এবং (খ) এর অধীন প্রদত্ত ঋণ বা জামানত অনুর্দ্ধ কুড়ি বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য হইবে।

(গ) (১) গবেষণা ও যান্ত্রিকীকরণের পরিকল্পনাসহ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন,এবং সরকারের নিকট পেশ করিবে; এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

(গ)গবেষণা, **প্রশিক্ষণ** ও **প্রযুক্তিগত** উন্নয়নের **লক্ষ্যে পরিকল্পনাসহ ক্ষুদ্র, মাঝারী, মাইক্রো** ও কুটির শিল্পে উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন এবং সরকারের নিকট পেশ করিবে;

(গ) (৭) করপোরেশন উপ-দফা (উ)এ বর্ণিত ক্রীত শেয়ার বিক্রয় বা হসত্মামত্মর করিতে পারিবে; তবে শর্ত এই যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এইরূপ বিক্রয় বা হসত্মামত্মর বাজার মূল্যের নিম্নে বা প্রকৃত শেয়ার মূল্যের কম হইবে না ; এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(৭) করপোরেশনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত **সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইহার কোম্পানী কর্তৃক** ক্রীত শেয়ার বিক্রয় বা হসত্মামত্মর করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, করপোরেশনের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এইরূপ বিক্রয় বা হসত্মামত্মর বাজার মূল্যের কম বা প্রকৃত শেয়ার মূল্যের

কম হইবে না ;

(ঘ) করপোরেশন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য বিপণনের ব্যবস্থা করিবে; এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(ঘ) করপোরেশন ক্ষুদ্র, **মাঝারী, মাইক্রো** ও কুটির শিল্প কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য বিপণনে **সহায়তা প্রদান** করিবে।

(ঙ) করপোরেশন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ এবং উক্ত উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদামের ব্যবস্থা করিবে; এবং ক্ষুদ্র শিল্পকে সাধারণ সহায়তা প্রদানের জন্য সাধারণ সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবে; এবং এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(ঙ) করপোরেশন ক্ষুওদ্র, মাঝারী, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ এবং উক্ত উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদামের ব্যবস্থা করিবে; এবং ক্ষুদ্র,, মাঝারী, **মাইক্রো** ও কুটির শিল্পকে সাধারণ সহায়তা প্রদানের জন্য সাধারণ সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবে; এবং ক্ষুদ্র,মাঝারী, **মাইক্রো** ও কুটির শিল্পকে সাধারণ সহায়তা প্রদানের জন্য কারিগরী সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবে; এবং

(চ) করপোরেশন নিজে বা কোন সহযোগী করপোরেশন, পাবলিক কোম্পানী, অংশীদার বা ব্যক্তির সহযোগিতায় অগ্রাধিকারভুক্ত খাতে সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করিবে,এবং বাসত্মবায়নের পর সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ও তদকর্তৃক শর্তে উহার মালিকানা সহযোগী কর্পোরেশনের যে কোন ইউনিট,পাবলিক কোম্পানী,অংশীদারী ফার্ম বা ব্যক্তির নিকট মূল্যের বিনিময়ে হসত্মামত্মর করিতে পারিবে। এর ব্যাখ্যা: করপোরেশন মঞ্জুরী হিসাবে ঋণ প্রদান করিতে পারিবে,এবং উহা কারখানা নির্মাণ, আবাসিক ভবন,বা যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং কাঁচামাল হিসাবে কিসিত্ম বন্দিতে(hire purchase)হইতে পারে;পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে,যথা:-

(চ) করপোরেশন নিজে বা কোন সহযোগী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী,পাবলিক কোম্পানী,অংশীদার বা ব্যক্তির সহযোগিতায় অগ্রাধিকারভুক্ত খাতে সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে ক্ষুদ্র,**মাইক্রো** ও কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করিবে,এবং বাসত্মবায়নের পর সরকারের পূর্বানুমোদন ক্রমে ও তদকর্তৃক শর্তে উহার মালিকানা কর্পোরেশনের যে কোন সহযোগী ইউনিট,কোম্পানী, পাবলিক কোম্পানী, অংশীদারী ফার্ম বা ব্যক্তির নিকট মূল্যের বিনিময়ে হসত্মামত্মর করিতে পারিবে।

(ছ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিনিয়োগ তফসিল প্রণয়ন ও বাসত্মবায়ন করিবে ; এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(ছ)ক্ষুদ্র, মাঝারী,মাইক্রো ও কুটির শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করিবে এবং বিনিয়োগ তফসিল প্রনয়ন ও বাসত্মবায়ন করিবে।

(জ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদান করিবে; এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(জ) ক্ষুদ্র,মাঝারী, মাইক্রো ও কুটির শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করিবে;

(ঝ) রম্নগ্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে সহায়তা প্রদান করিবে ;

(ঝ) শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

(ঞ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে নিবন্ধন প্রদান করিবে; এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(ঞ)ক্ষুদ্র,মাঝারী, মাইক্রো ও কুটির শিল্পকে নিবন্ধন প্রদান করিবে ;

(ট)শিল্প উপাত্ত সংগ্রহ, একত্রীকরণ ও বিশেস্নষণ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকারকে সহায়তা প্রদানের জন্য উপাত্ত ব্যাংক (data bank) প্রতিষ্ঠা করিবে; এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(ট) শিল্প উপাত্ত সংগ্রহ,একত্রীকরণ ও বিশেস্নষণ এবং **ক্ষুদ্র,মাঝারী,মাইক্রো** ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ণের লক্ষ্যে সরকারকে সহায়তা প্রদানের জন্য উপাত্ত ব্যাংক (data bank) প্রতিষ্ঠা করিবে।

(ঠ) শিল্প উদ্যোক্তাগণকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহে সহায়তা করিবে;এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে,যথা:

(ঠ) করপোরেশন ক্ষুদ্র,মাঝারী, মাইক্রো ও কুটির শিল্প সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করিবে ;

(ড) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে উৎপাদন পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন করিবে ; এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(ড) ক্ষুদ্র, মাঝারী, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে উৎপাদন পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন করিবে ;

(ঢ) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত পণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের সহিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন এবং চুক্তিবদ্ধ হইতে সহায়তা প্রদান করিবে ; এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(ঢ) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে **ক্ষুদ্র, মাঝারী, মাইক্রো** ও শিল্পজাত পণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের সহিত **ক্ষুদ্র** মাইক্রো ও কুটির শিল্পের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন এবং **সাব-কন্ট্রাকটিং** সংযোগ **স্থাপনের** লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ হইতে সহায়তা প্রদান করিবে ;

১৯। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এ নুতন ধারা ২৪ ত এর সন্নিবেশ ।- উক্ত আইনে ধারা ২৪ এর পর নিম্নরূপ একটি নুতন ধারা ২৪ ত সন্নিবেশিত হইবে,যথা:-

"২৪ ত। **বিসিক তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোম্পানী গঠন করিতে পারিবে। উক্ত কোম্পানীতে বিসিক তার নিজস্ব মূলধন /উৎস হইতে অর্থ বিনিয়োগসহ কোম্পানীতে শেয়ার ক্রয়,ধারণ ও হসত্মামত্মর করিতে পারিবে। বিসিক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মূলধন উক্ত কোম্পানীতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে এবং সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল,দায়-দেনাসহ কোম্পানীতে হসত্মামত্মর বা স্থানান্তর বা নিয়োগ, আর্তিকরণ করিতে পারিবে।"।**

২০। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ২৪(ক)এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২৪(ক) **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের নিবন্ধন, ইত্যাদি** ।- (১) কোন ব্যক্তি যিনি ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প স্থাপন করিয়াছেন অথবা অনুরূপ শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং করপোরেশনের নিকট হইতে সাহায্য ও সহায়তা লাভ করিত ইচ্ছুক, তিনি এইরূপ শিল্প নিবন্ধনের জন্য,প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ,আবেদন করিবেন। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

২৪(ক) ক্ষুদ্র, মাঝারী, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের নিবন্ধন, ইত্যাদি।- (১) কোন ব্যক্তি যিনি ক্ষুদ্র, **মাঝারী,মাইক্রো** বা কুটির শিল্প স্থাপন করিয়াছেন অথবা অনুরূপ শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন এইরূপ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক।

২১। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ২৪(কক)এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২৪(কক) **আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত করপোরেশনের চুক্তি করিবার ক্ষমতা**।- করপোরেশন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে যে,অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান,ঋণ প্রদানের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি ও কুঋণ,যদি থাকে,এবং ঋণের সুদ করপোরেশন ও অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান পারস্পারিক সমতার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে বহন করিবার শর্ত সাপেক্ষে,ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহকে পর্যাপ্ত জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান করিতে পারিবে। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

২৪(কক) **আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত করপোরেশনের চুক্তি করিবার ক্ষেমতা**।-করপোরেশন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে যে,অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ঋণ প্রদানের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি ও কুঋণ,যদি থাকে,এবং ঋণের সুদ করপোরেশন ও অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান পারস্পারিক সমতার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে বহন করিবার শর্ত সাপেক্ষে,ক্ষুদ্র, **মাঝারী, মাইক্রো** ও কুটির শিল্পসমূহকে পর্যাপ্ত জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ।-এই ধারায় ''আর্থিক প্রতিষ্ঠান''অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক,বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২(১৯৭২ সনের ১২৭ নং আদেশ)এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান অভিব্যক্তি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

ব্যাখ্যা।-এই ধারায়''আর্থিক প্রতিষ্ঠান''অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংক, **লিজিং কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান** এবং বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২(১৯৭২ সনের ১২৭ নং আদেশ)এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান অভিব্যক্তি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

২২। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ২৬ এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২৬। **ঋণ বা চাঁদার জামানত।-** কোন ঋণ বা চাঁদা প্রদান করা যাইবে না, যদি না উহা স্থাবর বা অস্থাবর, কোন সম্পত্তির পণ, বন্ধক, দায়বদ্ধকরণ বা অনুরূপ সম্পত্তি স্বত্বনিয়োগ এবং উক্ত ঋণ বা চাঁদার বিপরীতে আনুপাতিক মূল্য দ্বারা পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যক্তি পর্যায়ে এইরূপ ঋণ বা চাঁদা সর্বসাকুল্যে অনুর্দ্ধ এক হাজার টাকা হইলে, উহা বন্ড দ্বারা জামানত হইতে পারিবে। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে,যথা:-

২৬। ঋণ বা চাঁদার জামানত।- কোন ঋণ বা চাঁদা প্রদান করা যাইবে না, যদি না উহা স্থাবর বা অস্থাবর, কোন সম্পত্তির পণ,বন্ধক,দায়বদ্ধকরণ বা অনুরূপ সম্পত্তি স্বত্বনিয়োগ এবং উক্ত ঋণ বা চাঁদার বিপরীতে নির্ধারিত আনুপাতিক মূল্য দ্বারা পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

তবে শর্ত থাকে যে,বিযক্ত পর্যায়ে এইরূপ ঋণ বা চাঁদা সর্ব সাকুল্যে অনুর্ধ্ব **পঞ্চাশ হাজার** টাকা হইলে, উহা বন্ড দ্বারা জামানত হইতে পারিবে।

২৩। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ২৬(ক) এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২৬(ক) **কর প্রদান হইতে অব্যাহতি।-** আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, করপোরেশন ইহার অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন ভূসম্পত্তির জন্য অথবা এই আইনের অধীন নিবন্ধিত যে কোন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে, আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন প্রদেয় কর, অভিকর (rate) বা টোল হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, করপোরেশন কর্তৃক এইরূপ অব্যাহতির প্রসত্মাব পেশ না করা হইলে উহা মঞ্জুর করা হইবে না। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

২৬ (ক) কর প্রদান হইতে অব্যাহতি ।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, করপোরেশন উহার অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন ভূসম্পত্তির জন্য অথবা এই আইনের অধীন নিবন্ধিত যে কোন **ক্ষুদ্র,মাঝারী, মাইক্রো** ও কুটির শিল্পকে, আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন প্রদেয় কর,অভিকর(rate)বা টোল হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, করপোরেশন কর্তৃক এইরূপ অব্যাহতির প্রসত্মাব পেশ না করা হইলে উহা মঞ্জুর করা হইবে না।

২৪। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৩১এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩১ এর উপধারা (১) **বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ প্রদান**।- (১) করপোরেশন, কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ মঞ্জুরের উদ্দেশ্যে, সরকারের পুর্বানুমতিক্রমে, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট বা এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক বা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অথবা অন্য কোন উৎস হইতে অনুরূপ মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে, এবং উক্ত ব্যাংক বা সংস্থা বা ঋণদাতাকে বৈদেশিক মুদ্রায় মঞ্জুরীকৃত ঋণ এবং অনুদানের বিপরীতে করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত সম্পূর্ণ বা আংশিক ঋণ জামানত হিসাবে পণ্য (pledged),বন্ধক (mortgaged), দায়বদ্ধকরণ (hypothecated) বা স্বত্বনিয়োগ (assigned) করিতে পারিবে। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

৩১(১) বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ ও অনুদান গ্রহন।-(১)করপোরেশন,কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ ও **অনুদান** মঞ্জুরের উদ্দেশ্যে,সরকারের পুর্বানুমতি ক্রমে,ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট বা এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক বা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অথবা অন্য কোন উৎস হইতে অনুরূপ মুদ্রায় ঋণ ও **অনুদান** গ্রহণ করিতে পারিবে, এবং উক্ত ব্যাংক বা সংস্থা বা ঋণদাতাকে বৈদেশিক মুদ্রায় মঞ্জুরীকৃত ঋণ এবং অনুদানের বিপরীতে করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত সম্পূর্ণ বা আংশিক ঋণ জামানত হিসাবে (pledged),বন্ধক (mortgaged),দায়বদ্ধকরণ (hypothecated) বা স্বত্বনিয়োগ (assigned) করিতে পারিবে।

২৫। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৩৪এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা-৩৪ উপধারা(১) **করপোরেশনের দাবী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান।-(১)**আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা চুক্তিতে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে করপোরেশন ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভংগের কারণে মেয়াদ পূর্তির পুর্বে করপোরেশন ঋণ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হয়,অথবা ঋণগ্রহীতা মেয়াদ পূর্তির পর ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন, অথবা ধারা ৩৩ এর অধীন সনদ প্রদান করা হয় এবং উহা ঋণগ্রহীতার বিপক্ষে কার্যকর থাকে,সেইক্ষেত্রে করপোরেশনের একজন কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ বা সাধারণ ক্ষমতাবলে এক টাকা কোর্ট ফি পরিশোধপূর্বক জেলাজজের বরাবরে যাহার এখতিয়ারাধীন যে এলাকায় ঋণ গ্রহীতার বাড়ী অথবা বন্ধকী শিল্প প্রতিষ্ঠান অবস্থিত অথবা, স্থাবর বা অস্থাবর যে কোন বন্ধকী সম্পত্তি যে এলাকায় অবস্থিত অথবা করপোরেশনের যেই শাখা অফিস হইতে ঋণ প্রদান করা হইয়াছে উহা যেই এলাকায় অবস্থিত,সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক সহায়তার জন্য আবেদন করিবেন, যথা- এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

৩৪(১) করপোরেশনের দাবী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান।-(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা চুক্তিতে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে করপোরেশন ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভংগের কারণে মেয়াদ পূর্তির পূর্বে করপোরেশন ঋণ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হয়, অথবা ঋণগ্রহীতা মেয়াদ পূত্যির পর ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন, অথবা ধারা ৩৩ এর অধীন সনদ প্রদান করা হয় এবং উহা ঋণগ্রহীতার বিপক্ষেকার্যকর থাকে, সেই ক্ষেত্রে করপোরেশনের একজন কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ বা সাধারণ ক্ষমতাবলে **প্রযোজ্য কোর্ট ফি পরিশোধ পূর্বক অর্থ ঋণ আদালতসহ যে কোন উপযুক্ত আদালত** বরাবরে যাহার এখতিয়ারাধীন যে এলাকায় ঋণগ্রহীতার বাড়ী অথবা বন্ধকী শিল্প প্রতিষ্ঠান অবস্থিত অথবা, স্থাবর বা অস্থাবর যে কোন বন্ধকী সম্পত্তি যে এলাকায় অবস্থিত অথবা করপোশেনের যেই শাখা অফিস হইতে ঋণ প্রদান করা হইয়াছে উহা যেই এলাকায় অবস্থিত, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক সহায়তার জন্য আবেদন করিবেন, যথা -

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অথবা দফা (গ) এ উল্লিখিত সহায়তার জন্য আবেদন করা হয়, সেইক্ষেত্রে জেলা জজ উপ-ধারা (১)এ উল্লিখিত সম্পত্তি অথবা ঋণগ্রহীতার অন্য কোন সম্পত্তি বা ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি অথবা উভয়কে সম্পত্তি যাহা জেলা জজ, যে কোন উপযুক্ত আদালতে করপোরেশনের পাওনা আদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করিবেন, উহা করপোরেশনের অনুমতি ব্যতীত ঋণগ্রহীতা অথবা নিশ্চয়তা প্রদানকারী কর্তৃক বদল,স্থানান্তর অথবা বিক্রয় করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করিবেন অথবা নিষেধাজ্ঞাবিহীন আদেশ জারী করিবেন। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অথবা দফা (গ) এ উল্লিখিত সহায়তার জন্য আবেদন করা হয়, ক্ষেত্রে **অর্থ ঋণ আদালতসহ যে কোন উপযুক্ত আদালত** উপ-ধারা(১)এ উল্লিখিত সম্পত্তি অথবা ঋণগ্রহীতার অন্য কোন সম্পত্তি বা ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি অথবা উভয়কে সম্পত্তি যাহা অর্থ ঋণ আদালত যে কোন উপযুক্ত আদালতে করপোরেশনের পাওনা আদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করিবেন,উহা করপোরেশনের অনুমতি ব্যতীত ঋণগ্রহীতা অথবা নিশ্চয়তা প্রদানকারী কর্তৃক বদল, স্থানান্তর অথবা বিক্রয় করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করিবেন অথবা নিষেধাজ্ঞা বিহীন আদেশ জারী করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১)এর দফা (খ)এ বর্ণিত সহায়তার জন্য আবেদন করা হয়, সেইক্ষেত্রে জেলাজজ ঋণগ্রহীতা বা তাহার নিশ্চয়তা প্রদানকারী বা উভয়কে সম্পত্তি হস্তান্তর, স্থানান্তর অথবা বিক্রয় করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য অমত্মর্বতীকালীন নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিবেন এবং ঋণগ্রহীতা অথবা নিশ্চয়তা প্রদানকারীকে, কেন বন্ধকী সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করপোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হইবে না মর্মে তারিখ নির্ধারণপূর্বক,কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবেন। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে,যথা:-

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১)এর দফা (খ)এ বর্ণিত সহায়তার জন্য আবেদন করা হয়, সেইক্ষেত্রে **অর্থ ঋণ আদালতসহ যে কোন উপযুক্ত আদালত** ঋণগ্রহীতা বা তাহার নিশ্চয়তা প্রদানকারী বা উভয়কে সম্পত্তি হসত্মামত্মর, স্থানান্তর অথবা বিক্রয় করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য অমত্মর্বতীকালীন নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিবেন এবং ঋণগ্রহীতা অথবা নিশ্চয়তা প্রদানকারীকে, কেন বন্ধকী সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করপোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হইবে না মর্মে তারিখ নির্ধারণপূর্বক,কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৩)বা উপ-ধারা (৪)এর অধীন আদেশ প্রদানের পূর্বে জেলা জজ,উপযুক্ত মনে করিলে,আবেদনকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন। এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(৫)উপ-ধারা (৩)বা উপ-ধারা (৪)এর অধীন আদেশ প্রদানের পূর্বে **অর্থ ঋণ আদালতসহ যে কোন উপযুক্ত আদালত** মনে করিলে,আবেদনকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-ধারা(৩) এর অধীন আদেশ প্রদানকালে জেলাজজ ঋণগ্রহীতা,অথবা,ক্ষেত্রমত, তাহার জামানত প্রদানকারীকে বা উভয়কে আদেশের কপিসহ, নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং সা্য্য প্রমাণাদিসহ যাহা উপ-ধারা (৩) এর অধীন আদেশ প্রদানকালে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, কেন অমত্মর্বতীকালীন ক্রোকের আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা নিশ্চিত করা হইবে না তদমর্মে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কারণ দশানোর নোটিশ প্রদান করিবে। এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

৬। উপ-ধারা(৩)এর অধীন আদেশ প্রদানকালে **অর্থঋণ আদালতসহ উপযুক্ত আদালতে** ঋণগ্রহীতা, অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহার জামানত প্রদানকারীকে বা উভয়কে আদেশের কপিসহ, নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং সা্য্য প্রমাণাদিসহ যাহা উপ-ধারা(৩)এর অধীন আদেশ প্রদানকালে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, কেন অমত্মর্বতীকালীন ক্রোকের আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা নিশ্চিত করা হইবে না তদমর্মে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কারণ দশানোর নোটিশ প্রদান করিবে।

(৭) উপ-ধারা (৪)এবং উপ-ধারা(৬) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত তারিখে বা উল্লিখিত তারিখের পূর্বে কারণ দর্শানো না হইলে জেলাজজ বন্ধকী প্রতিষ্ঠান করপোরেশনের নিকট হস্তান্তর অথবা উপ-ধারা (৩) এর অধীন ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আদেশ প্রদান করিবেন অথবা অমত্মর্বতীকালীন আদেশ কার্যকর করিবেন। এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(৭) উপ-ধারা (৪)এবং উপ-ধারা(৬) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত তারিখে বা উল্লিখিত তারিখের পূর্বে কারণ দর্শানো না হইলে **অর্থঋণ আদালতসহ উপযুক্ত আদালতে** বন্ধকী প্রতিষ্ঠান করপোরেশনের নিকট হসত্মামত্মর অথবা উপ-ধারা (৩) এর অধীন ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আদেশ প্রদান করিবেন অথবা অমত্মর্বতীকালীন আদেশ কার্যকর করিবেন।

(৮)কারণ দর্শানো হইলে জেলাজজ করপোরেশনের দায়ী তদমেত্ম অগ্রসর হইবেন, এবং এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:- (৮) কারণ দর্শানো হইলে **অর্থঋণ আদালতসহ উপযুক্ত আদালতে** করপোরেশনের দায়ী তদমেত্ম অগ্রসর হইবেন, এবং

(৯)উপ-ধারা(৮) এর অধীন তদন্ত শেষে জেলাজজ নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

(ক) বন্ধকী সম্পত্তি আটকের আদেশ অনুমোদন করিবেন অথবা ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ প্রদান করিবেন; বা

(খ) ক্রোকী সম্পত্তির অংশবিশেষ অবমুক্ত করিবার জন্য ক্রোকের আদেশ পরিবর্তন এবং অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ে যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে, করপোরেশনের স্বার্থে বন্ধকী সম্পত্তি অবমুক্তকরণ; বা

(গ) বন্ধকী সম্পত্তি, ক্রোক ছাড়িয়া দেওয়া ; বা

(ঘ) নিষেধজ্ঞার আদেশ অনুমোদন; বা

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা করপোরেশনের নিকট হস্তান্তর অথবা হস্তান্তর না করিবার আদেশ :

তবে শর্ত থাকে যে,করপোরেশনের স্বার্থ রক্ষার জন্য জেলা জজ যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপে মামলার খরচ ভাগ করিয়া দিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, করপোরেশন যদি জেলা জজকে এই মর্মে অবগত না করে যে, বন্ধকী কোন সম্পত্তি আটক করিবার জন্য আপীল দায়ের করা হইবে না, তাহা হইলে অনুরূপ আদেশ উপ-ধারা ১১ এ উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত অথবা আপীল দায়ের করা হইলে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, কোন আদেশ প্রদান কার্যকর হইবে না। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(৯) উপ-ধারা (৮)এর অধীনতদন্তশেষে **অর্থ ঋণ আদালতসহ যে কোন উপযুক্ত আদালত** নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

(ক) বন্ধকী সম্পত্তি আটকের আদেশ অনুমোদন করিবেন অথবা ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ প্রদান করিবেন; বা

(খ) ক্রোকী সম্পত্তির অংশবিশেষ অবমুক্ত করিবার জন্য ক্রোকের আদেশ পরিবর্তন এবং অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ে যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে, করপোরেশনের স্বার্থে বন্ধকী সম্পত্তি অবমুক্তকরণ; বা

(গ) বন্ধকী সম্পত্তি, ক্রোক ছাড়িয়া দেওয়া ; বা

(ঘ) নিষেধজ্ঞার আদেশ অনুমোদন; বা

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা করপোরেশনের নিকট হস্তান্তর অথবা হস্তান্তর না করিবার আদেশ:

তবে শর্ত থাকে যে,করপোরেশনের স্বার্থ রক্ষার জন্য **অর্থ ঋণ আদালতসহ যে কোন উপযুক্ত আদালত** যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপে মামলার খরচ ভাগ করিয়া দিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, করপোরেশন যদি **অর্থ ঋণ আদালতসহ যে কোন উপযুক্ত আদালতকে** এই মর্মে অবগত না করে যে, বন্ধকী কোন সম্পত্তি আটক করিবার জন্য আপীল দায়ের করা হইবে না, তাহা হইলে অনুরূপ আদেশ উপ-ধারা ১১এ উল্লিখিত সময় অতিক্রামত্ম না হওয়া পর্যন্ত অথবা আপীল দায়ের করা হইলে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, কোন আদেশ প্রদান কার্যকর হইবে না।

২৬। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৩৬ এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩৬ মুনাফা বন্টন।- কুঋণ ও সন্দেহ ঋণ,সম্পত্তির হ্রাস এবং ব্যাংকার্স অন্যান্য বিষয় সংস্থানের পর, করপোরেশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী ইহার নীট বাৎসরিক মুনাফা হইতে সংরক্ষিত তহবিল প্রতিষ্ঠা হইবে এবং লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে,করপোরেশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানীর সংরক্ষিত তহবিল পরিশোধিত মূলধনের চাইতে কম হইবে এবং ধারা ৫ বা ধারা ২২ এর উপ-ধারা(২)অনুসারে করপোরেশন কর্তৃক অর্থ পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত লভ্যাংশের হার সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রম্নত হারের অধিক হইবে না ।

আরও শর্ত থাকে যে,পূর্বোক্ত লভ্যাংশ প্রতিবৎসর করপোরেশনের বোর্ড কর্তৃক প্রতিশ্রুত হারের অধিক হইবে না এবং যদি কোন অর্থবৎসরে সংরক্ষিত তহবিল করপোরেশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী শেয়ার মূলধনের সমান হয় এবং লভ্যাংশ ঘোষণার পর উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে উক্ত উদ্বৃত্ত করপোরেশনের তহবিলে জমা হইবে।

(ক) ধারা (৩৬)তে উল্লিখিত উপধারা বিলুপ্ত হইবে।

২৭। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৩৭ এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা **৩৭ সাধারণ সভা।-** (১) প্রতিবৎসর বাৎসরিক হিসাব সমাপ্ত হইবার পর দুই মাসের মধ্যে করপোরেশনের সাধারণ সভা (অতঃপর বাৎসরিক সাধারণ সভা বলিয়া উল্লিখিত) অনুষ্ঠিত হইবে এবং এইরূপ সাধারণ সভা বোর্ড কর্তৃক অন্য যে কোন সময়ও আহবান করা যাইতে পারে।

(ক) ধারা ৩৭ এর উপধারা (১) উল্লিখিত উপধারা বিলুপ্ত হইবে।

(২)বাৎসরিক সাধারণ সভায় উপস্থিত শেয়ার হোল্ডারগণ বাৎসরিক হিসাব,করপোরেশনের পরিচালনা সম্পর্কিত বোর্ডের প্রতিবেদন, বার্ষিক স্থিতিপত্র এবং হিসাবের উপর নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন আলোচনা করিতে পারিবেন এবং তাহাদের মতামত সিদ্ধামত্ম আকারে প্রকাশ করিতে পারিবেন, করপোরেশন অনুরূপ মতামত বিবেচনা করিবে এবং উপযুক্ত মনে করিলে উহা কার্যকর করিবে।

(খ) ধারা ৩৭ এর উপধারা (২) উল্লিখিত উপধারা বিলুপ্ত হইবে।

২৮। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৩৮ এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা-৩৮ উপধারা (৩)নিরীক্ষকগণ শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট বাৎসরিক স্থিতিপত্র এবং হিসাবের উপর প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং তাহাদের প্রতিবেদন তাহারা এইমর্মে উলেস্নখ করিবেন যে,তাহাদেরকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ তথ্য ও ব্যাখ্যামত স্থিতিপত্রে করপোরেশনের কর্মকান্ডের সত্যতা ও সঠিক চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে এবং তাহাদের নিকট উপস্থাপিত করপোরেশন কর্তৃক সংরক্ষিত হিসাব বহি এবং বোর্ডের নিকট কোন ব্যাখ্যা চাহিয়া থাকিলে উহা প্রদান করা হইয়াছে কিনা এবং উহা সন্তোষজনক কিনা তদমর্মে মতামত প্রদান করিবেন। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-(৩) নিরীক্ষকগণ বোর্ডের নিকট বাৎসরিক স্থিতিপত্র এবং হিসাবের উপর প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং তাহাদের প্রতিবেদন তাহারা এইমর্মে উল্লেখ করিবেন যে,তাহাদেরকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ তথ্য ও ব্যাখ্যামত স্থিতিপত্রে করপোরেশনের কর্মকান্ডের সত্যতা ও সঠিক চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে এবং তাহাদের নিকট উপস্থাপিত করপোরেশন কর্তৃক সংরক্ষিত হিসাব বহি এবং বোর্ডের নিকট কোন ব্যাখ্যা চাহিয়া থাকিলে উহা প্রদান করা হইয়াছে কিনা এবং উহা সন্তোষজনক কিনা তদমর্মে মতামত প্রদান করিবেন।

(ক) ধারা ৩৮ এর উপধারা সরকার, করপোরেশনের **শেয়ার হোল্ডার ও পাওনাদারগণের** স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ের উপর মতামত প্রদানের জন্য অথবা করপোরেশনের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষা পদ্ধতি পর্যাপ্ত কিনা তদমর্মে মতামত প্রদানের জন্য এবং সরকার যে কোন সময় নিরীক্ষার আওতা সম্প্রসারণ,বৃদ্ধি অথবা জনস্বার্থে নিরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের জন্য নিরীক্ষকগণকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(৪) সরকার,করপোরেশনের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ের উপর মতামত প্রদানের জন্য অথবা করপোরেশনের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষার পদ্ধতি পর্যাপ্ত কিনা তদমর্মে মতামত প্রদানের জন্য এবং সরকার যে কোন সময় নিরীক্ষার আওতা সম্প্রসারণ,বৃদ্ধি অথবা জনস্বার্থে নিরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের জন্য নিরীক্ষকগণকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৯। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৩৯ এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা-৩৯ উপধারা-(১)

রিটার্ন।- (১) করপোরেশন, নির্ধারিত ফরমে, প্রত্যেক মাসের শেষ বৃহস্পতিবার উক্ত মাসের সম্পত্তি ও দায় সংশিস্নষ্ট বিবরণী দশ দিনের মধ্যে, অথবা বিনিময় দলিল আইন, ১৮৮১ অনুযায়ী, উক্ত দিন ছুটির দিন হইলে, পরবর্তী কার্যদিবসে শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট সরবরাহ করিবে।

(ক) উল্লিখিত ধারা -৩৮এর উপধারা (১)তে উল্লিখিত শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

(খ) উল্লিখিত ধারা-৩৮এর উপধারা(৩)উহার সহিত উক্ত বৎসরের **লাভ-ক্ষতির** হিসাব এবং উক্ত বৎসরের করপোরেশনের পরিচালনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে,এই সকল বিবরণী,হিসাব এবং পরিচালনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারী গেজেটে প্রকাশিত এবং সংসদে উত্থাপিত হইবে। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(৩) উহার সহিত উক্ত বৎসরের নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত বৎসরের করপোরেশনের পরিচালনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে,এই সকল বিবরণী,হিসাব এবং পরিচালনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারী গেজেটে প্রকাশিত এবং সংসদে উত্থাপিত হইবে।

৩০। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৪০ এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা-৪০ **করপোরেশনের অবসায়ন।-** করপোরেশনের অবসায়নের ক্ষেত্রে,কোম্পানী বা করপোরেশন অবসায়ন সম্পর্কিত আইনের কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত,করপোরেশনের অবসায়ন হইবে না। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:- **৪০। করপোরেশনের অবসায়ন।-** করপোরেশনের অবসায়নের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত,করপোরেশনের অবসায়ন হইবে না।

৩১। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৪৩ এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা-৪৩ **আয়কর এবং অধিকর (Supertax) সম্পর্কিত বিধান ।-** আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৩৬ নং অধ্যাদেশ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে করপোরেশন উক্ত আইনে কোম্পানী অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে কোম্পানী বলিয়া গণ্য হইবে এবং আয়, মুনাফা ও অর্জনের উপর যথারীতি আয়কর, অধিকর প্রদানের জন্য দায়ী থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৫ বা ধারা ২২ এর উপ-ধারা(২) অনুসারে জামানতের বিপরীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ করপোরেশনের আয়,মুনাফা বা অর্জন হিসাবে গণ্য হইবে না, এইরূপ আয়,মুনাফা বা অর্জন হইতে করপোরেশন কর্তৃক ডিবেঞ্চার বা বন্ডের উপর প্রদত্ত সুদ ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

(ক) ধারা-৪৩ তে উল্লিখিত ধারা বিলুপ্ত হইবে।

৩২। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৪৪ এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা-৪৪ উপধারা-(১) **অপরাধ ।-** (১) কোন ব্যক্তি,করপোরেশন হইতে ঋণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বিবরণী প্রদান করিলে,অথবা জ্ঞাতসারে মিথ্যা বিবরণী ব্যবহার করিলে, অথবা করপোরেশনকে যে কোন প্রকারে মিথ্যা প্রতিবেদন গ্রহণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত করিলে, অনুর্ধব দুই বৎসরের কারাদন্ডে,অথবা অনধিক কুড়ি হাজার টাকা অর্থদন্ডে,অথবা উভয়-দন্ডে, দন্ডিত হইবেন। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:- ৪৪। **অপরাধ** ।- (১) কোন ব্যক্তি, করপোরেশন হইতে ঋণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা বিবরণী প্রদান করিলে,অথবা জ্ঞাতসারে মিথ্যা বিবরণী ব্যবহার করিলে, অথবা করপোরেশনকে যে কোন প্রকারে মিথ্যা প্রতিবেদন গ্রহণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত করিলে, অনুর্ধ্ব দুই বৎসরের কারাদন্ড, অথবা অনধিক **৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)টাকা** অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(ক) ধারা ৪৪ এর উপধারা(২) কোন ব্যক্তি, পরিচালনা বোর্ডের সদস্য বা কোন কমিটির সদস্য হইয়া, নিজ দায়িত্ব সম্পাদনের সহিত সম্পর্কিত নহে এইরূপ কোন তথ্য প্রদান করিলে বা ব্যবহার করিলে,অথবা কোন ব্যক্তি কর্তৃক করপোরেশনের সহায়তালাভের উদ্দেশ্যে আবেদন করা হইলে উক্ত ব্যক্তির নিকট অনুরূপ তথ্য প্রকাশ করিলে, অনুর্ধ্ব ছয় মাসের কারাদন্ডে,অথবা অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে,অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন। এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(২) কোন ব্যক্তি, পরিচালনা বোর্ডের সদস্য বা কোন কমিটির সদস্য হইয়া, নিজ দায়িত্ব সম্পাদনের সহিত সম্পর্কিত নহে এইরূপ কোন তথ্য প্রদান করিলে বা ব্যবহার করিলে,অথবা কোন ব্যক্তি কর্তৃক করপোরেশনের সহায়তালাভের উদ্দেশ্যে আবেদন করা হইলে উক্ত ব্যক্তির নিকট অনুরূপ তথ্য প্রকাশ করিলে,অনুর্ধ্ব ছয় মাসের কারাদন্ড,অথবা অনধিক **২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা** অর্থদন্ডে,অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩৩। ১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন এর ধারা ৪৬ এর সংশোধন।- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন ১৯৫৭(১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা-৪৬ এর উপধারা (২)দফা (খ) করপোরেশনের প্রথম শেয়ার বন্টনের পদ্ধতি ও শর্ত;

(খ) উল্লিখিত দফাটি বিলুপ্ত হইবে।

(গ) ধারা ৪৬ উপধারা (২)দফা (গ) করপোরেশনের শেয়ার ধারণ ও হসত্মামত্মরের পদ্ধতি এবং শর্ত,এবং সাধারণত শেয়ার হোল্ডারগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত সকল বিষয়;

(গ) উল্লিখিত দফাটি বিলুপ্ত হইবে।

(ঘ) ধারা ৪৬ উপধারা (২) দফা (ঘ) সাধারণ সভা আহবানের পদ্ধতি,উহাতে অনুসরণীয় পদ্ধতি এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের পদ্ধতি

(ঘ) উল্লিখিত দফাটি বিলুপ্তি হইবে।

(ঙ) ধারা ৪৬ উপধারা (২) দফা (ঙ) বোর্ডের সভা আহবান,সভায় উপস্থিতির জন্য পারিশ্রমিক এবং কার্য পরিচালনা;

(ঙ) উল্লিখিত দফাটি বিলুপ্তি হইবে।

(চ) ধারা ৪৬ উপধারা (২) দফা (চ) করপোরেশন কর্তৃক বন্ড এবং ডিবেঞ্চার ইস্যু এবং পুনঃক্রয়ের(Redemption)পদ্ধতি ও শর্ত ;

(চ) উল্লিখিত দফাটি বিলুপ্তি হইবে।

(ছ) ধারা ৪৬ উপধারা (২) দফা (ছ) করপোরেশন কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরীর পদ্ধতি; এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(ছ) করপোরেশন কর্তৃক **বিদেশী** ঋণ ও **অনুদান** গ্রহনের পদ্ধতি ও শর্ত ;

(ঝ) ধারা ৪৬ উপধারা (২)দফা (ঝ) করপোরেশন কর্তৃক **বিদেশী** ঋণ ও **অনুদান** গ্রহনের পদ্ধতি ও শর্ত ;এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

(ঝ) করপোরেশন কর্তৃক বিদেশী ঋণ ও অনুদান গ্রহণের পদ্ধতি এবং শর্ত ;

(ঞ) ধারা ৪৬ উপধারা (২) দফা (ঞ) এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় রিটার্ন ও বিবরণীর ফরম:

(ঞ) উল্লিখিত দফাটি বিলুপ্তি হইবে।